○ *প্রশ্ন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী থেকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কি জানা যায়? (What can be known about socio-economic and political condition of India from Hieu-en-Tsang's account?)*

□ *উত্তর।* ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে এবং মধ্য-এশিয়ার দুর্গম পথ অতিক্রম করে এবং হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে হিউয়েন সাং উত্তর-ভারতে উপস্থিত হন। ৬৩০ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি ভারতের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁর ভারত আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করা এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানলাভ করা। কিন্তু ভারতে অবস্থানকালে তিনি এদেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি এদেশ থেকে বহু বৌদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে যান। দেশে গিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থে তিনি ভারত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল *'সি-ইউ-কাই'* নামক গ্রন্থটি। এটি থেকে হর্ষের যুগের ভারতের বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

● **রাজনীতি প্রসঙ্গে ঃ** হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর সাম্রাজ্যকে তৎকালীন ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দুটি সাম্রাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তখন বারাণসী ও কনৌজ ছিল সমৃদ্ধিশালী নগরী। শ্রাবস্তী, কোশাম্বী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি নগরী তখন শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। হিউয়েন সাং হর্ষের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, হর্ষের শাসননীতি মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা নিয়মিত পরিভ্রমণে বের হয়ে স্বয়ং প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন ও দেখতেন। তখন দণ্ডবিধির কঠোরতা অনেক কম ছিল।

● **সমাজব্যবস্থা প্রসঙ্গে ঃ** তিনি বলেছেন, তখন ভারতের গ্রাম ও শহরগুলি ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত। সমাজে বর্ণভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছাড়াও তিনি একাধিক সঙ্কর জাতির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। অস্পৃশ্যতা প্রচলিত ছিল। তবে মানুষ ছিল সৎ ও পরিশ্রমী। অবশ্য কায়িক-শ্রমকে ছোট কাজ বলে মনে করা হত।

● **অর্থব্যবস্থা প্রসঙ্গে ঃ** কৃষি ছিল লোকের প্রধান জীবিকা। ধান, গম, আখ, বাঁশ, ডাল তৈলবীজ প্রভৃতির ব্যাপক চাষ হত। কৃষকেরা ছিল প্রধানত শূদ্রশ্রেণীর লোক। রাজকর্মচারীরাও বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করত। অনেক সময় কর্মচারীরা বংশানুক্রমিকভাবে জমি ভোগ-দখল করত। কৃষকদের নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব দিতে হত। অতিরিক্ত কর আদায়ের রীতিও প্রচলিত ছিল। করের বোঝা নেহাৎ কম ছিল না।

তিনি চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। তখন তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ছিল উত্তর-ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর। দক্ষিণ-ভারতে বিখ্যাত বন্দর ছিল মহাবলীপুরম্ ও কাবেরীপত্তনম্। তখন বণিক ও কারিগরদের মধ্যে নিগম বা সংঘ-প্রথার প্রচলন ছিল। নিগমগুলি শিল্প ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। নিগমের অনুমতি ছাড়া কেউই এইসব পেশায় আসতে পারত না। নিগমগুলি ছিল স্ব-শাসিত।

Scanned with CamScanner

● **ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে ঃ** হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈশালী, কনৌজ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষুর সমাবেশ লক্ষ্য করেছেন। হর্ষ ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের কথা বলেছেন। তখন শৈবধর্ম ও সূর্য-উপাসনা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হর্ষ স্বয়ং বৌদ্ধ হলেও শিব ও সূর্যের উপাসনা করতেন। শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধবিরোধী ও শিবের উপাসক। তিনি শশাঙ্ক কর্তৃক বোধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদনের কথা লিখেছেন। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনরূপ ধর্মবিরোধ বা সংঘাত ছিল না। হিউয়েন সাং কনৌজের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং প্রয়াগের মেলায় সম্মানিত অতিথি রূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

● **শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে ঃ** হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির কথা জানা যায়। সেই যুগে নালন্দা কেবল ভারতের নয়, সারা এশিয়ার মধ্যে বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য এখানে সমবেত হত। এখানকার শিক্ষকরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত। হর্ষবর্ধন যখন নালন্দায় শিক্ষা নিতে আসেন, তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য মেধাবী ছাত্রদের কোন অর্থ দিতে হত না। হর্ষবর্ধন এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছেন।

হিউয়েন সাং-এর ভারতভ্রমণ ও তৎসংক্রান্ত বিবরণীর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই বিবরণী যেমন ভারত-ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছিল, তেমনি ভারত-চীন সম্পর্কে গভীর করেছিল। এই বিবরণী পাঠ করে চৈনিকদের ভারত সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে বহু চৈনিক দূত ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মাধ্যমে ভারত-চীন সম্পর্ক গভীরতর হয়েছিল এবং উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

Scanned with CamScanner

আলবেরুণী ঃ

মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত খারাজিম রাজ্যের রাজধানী খিবাতে আলবেরুণীর জন্ম হয় (৯৭৩ খ্রিঃ)। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে গজনির সুলতান মামুদ তাঁকে সভাসদরূপে বরণ করেন। মামুদের ভারত আক্রমণকালে আলবেরুণী ভারতে আসেন। অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী আলবেরুণী এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করেন এবং গভীর জ্ঞানলাভ করেন। ভারতবর্ষের ওপর লিখিত তাঁর গ্রন্থ *'তহকক্-ই-হিন্দ'* থেকে এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস রচনায় এটি একটি অমূল্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। লেখক হিসেবে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আলবেরুণী সুস্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছেন যে, সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলে ভারতের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, *"Mahmud utterly ruined the prosperity of the country....."*। তাঁর বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার কথা জানা যায়। সারা উত্তর ভারত জুড়ে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল। এরা সর্বদাই ছিল বিবদমান। ফলে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো পরিকল্পনা তারা নিতে পারেনি। পরন্তু বহির্জগৎ থেকে এরা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের সম্পর্কে ছিল অনর্থক উচ্চধারণা।

Scanned with CamScanner

ভারতীয় সমাজ ছিল অসাম্য ও বৈষম্যে ভরা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নানা কুসংস্কারে জনজীবন ছিল জর্জরিত। নারীরা ছিলেন অবহেলিতা। ব্রাহ্মণদের দাপট ছিল অপ্রতিরোধ্য। ধর্মভাবনা ছিল গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে বাহ্যাড়ম্বর ও আচার-অনুষ্ঠানের কঠোরতা ধর্মকে গ্রাস করেছিল। বহু ঈশ্বরবাদ ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত, তবে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

আলবেরুণী ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিচারে সমতার নীতি অনুসৃত হত না। ব্রাহ্মণশ্রেণি বিচারের ক্ষেত্রেও অধিক সুবিধা ভোগ করত। তাই কোনো কারণেই তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া যেত না, যদিও প্রাণদণ্ডের শাস্তি স্বীকৃত ছিল। ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা ছিল মানবোচিত। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হত। অবশ্য মৌখিক অভিযোগও বিচারের জন্য গৃহীত হত। প্রাণদণ্ড ছাড়া জরিমানা, বেত্রাঘাত, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি শাস্তিস্বরূপ দেওয়া হত।

দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা ছিল কৃষিকার্য। তবে আংশিক সময়ের জন্য অনেকেই নানারকম কুটিরশিল্পে নিয়োজিত থাকত। রাজকোষে আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। তবে বণিক, কারিগর প্রমুখও কিছু কিছু কর প্রদান করত।

Scanned with CamScanner